Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 60 - 63
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বৈষ্ণব পদসংকলনের তুলনামূলক আলোচনা

সমরেশ দাস
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: samareshdas097@gmail.com
0009-0000-4219-4657

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
রাধা-কৃষ্ণ, চৈতন্য মহাপ্রভু, ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নরহরি চক্রবর্তী, ‘গীতচন্দ্রোদয়’, গোকুলানন্দ সেন, পদকল্পতরু, রাধামোহন ঠাকুর, পদামৃতসমুদ্র।

Abstract

Vaishnava literature constitutes a unique and unparalleled chapter in the history of medieval Bengali literature. A prominent branch of this Vaishnava tradition is the Vaishnava Padavali (Vaishnava lyrics). The genesis of Padavali literature can be traced back to approximately the 14th century. During the 16th century, Vaishnava Padavali reached the pinnacle of literary excellence; this era is renowned in the history of Bengali literature as its ‘Golden Age’. However, towards the end of the 17th century, due to specific socio-political, economic, and religious factors, this golden literary tradition—namely, the Vaishnava Padavali—began to decline. Although the continuity of Padavali persisted into the 18th century, its momentum gradually waned. Driven by the imperative to preserve the rich, five-century-long history of Vaishnava Padavali literature—spanning from the 14th to the 18th century—as well as to safeguard the ancient heritage of Bengali emotion, devotion, literature, and culture, the compilation of Vaishnava lyrics commenced during the 18th century.

Discussion

বৈষ্ণব পদসংকলনের সাদৃশ্য - বৈশাদৃশ্য : পদাবলী সাহিত্যের মূল বিষয় ছিল রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রণয় ও বিরহলীলা। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব -রস ও দর্শনের নিগূঢ় এক অনন্য শিল্পরূপের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রমুখদের রচিত পদের মুখ্য উপজীব্য বিষয় হল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। তবে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের পর পদাবলীর বিষয়বস্তু পরিবর্তিত রূপ ধারণ করল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত রক্ত মাংসের জীবন্ত প্রতীক কৃষ্ণের অবতার চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে পদাবলী সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও দর্শনের ভিত্তিতে তিনটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- প্রাকচৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর ইত্যাদি। প্রথমেই বলা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর প্রাক-চৈতন্যকালের পদকর্তাদের পদগুলি আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়। চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের পদের মুখ্য বিষয় ছিল গৌরাঙ্গলীলা। তবে বিষয়গত ও দর্শনের ভিত্তিতে বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা নয়, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হল হারিয়ে যাওয়া সেই অগণিত পদাবলী সংগ্রহের আকরগ্রন্থ। তাই বর্তমানে আমরা বৈষ্ণব পদসংকলনের তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদসংকলনগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতকেও বেশ কয়েকটি বিখ্যাত বিখ্যাত পদসংকলন সংকলিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেসমস্ত বৈষ্ণব পদসংকলন সংকলন ও সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলো হলঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ‘ক্ষণদাগীতচিন্তামণি’, নরহরি চক্রবর্তীর ‘গীতচন্দ্রোদয়’, রাধামোহন ঠাকুরের ‘পদামৃতসমুদ্র’ ও বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেনের ‘পদকল্পতরু’ প্রভৃতি। পদকল্পতরু সংকলন গ্রন্থটিই হল অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কমলাকান্ত দাসের ‘পদরত্নাকর’ নিমানন্দ দাসের ‘পদরসসার’, গৌরমোহন দাসের ‘পদকল্পলতিকা’ ও দ্বিজ মাধবের ‘শ্রীপদমেরু গ্রন্থ’ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ‘পদরত্নাবলী’ প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীতে জগদ্বন্ধু ভদ্রের ‘গৌরপদতরঙ্গিনী’, দুর্গাদাস লাহিড়ীর ‘বৈষ্ণব পদলহরী’, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘শ্রীপদামৃতমাধুরী’, হরিলাল চট্টোপাধ্যায়ের ‘কীর্ত্তনপদরত্নমালা’, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পদাবলীর এই সংকলন ধারাটি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : প্রাক-চৈতন্য যুগের সংকলন ও চৈতন্যোত্তর যুগের সংকলন। প্রাক-চৈতন্য যুগে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে লৌকিক প্রেমের আদলে দেখা হত, কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে তা অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক প্রেমের স্তরে উন্নীত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে সংকলন গ্রন্থগুলোতে পদের বিন্যাস পদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন আসে। সংকলকগণ কেবল পদসংগ্রহ করেননি, বরং তাঁরা প্রতিটি পদের সাথে রাগ ও তালের উল্লেখ করে সেগুলোকে কীর্তনের উপযোগী করে তুলেছেন। সংকলকগণ কেবল প্রধান প্রধান পদকর্তাদের পদসংগ্রহ করেননি, অপ্রধান পদকর্তাদের পদ সংগ্রহ করেছিলেন। আসলে সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল ভালো ও উন্নত মানের সংকলনগ্রন্থ রচনা নয়, বাঙালির সৃষ্ট সুদীর্ঘ ইতিহাস সংরক্ষণ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। অতএব প্রায় প্রত্যেকটি সংকলনের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত বৈষ্ণব পদসংকলনের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়গুলো উঠে আসে সেগুলো হল -

১) বিষয় ও দর্শন।
২) সংকলনগ্রন্থের গঠনরীতি (পর্যায় ও বিন্যাস)।
৩) সংকলনের পদকর্তাদের প্রাধান্যতা।
৪) একই পদের ভিন্ন সংকলনে ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা।
৫) একই পদের ভিন্ন সংকলনে ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিনী।
৬) পাঠান্তর।

প্রথমেই দেখা যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ‘ক্ষণদাগীতচিন্তামণি’ নিভৃত সাধনার শৈল্পিক বিন্যাস। তাঁর এই সংকলনটির প্রধান বিশেষত্ব হল গ্রন্থের গঠনরীতি। এই সংকলনের পদগুলো অন্যান্য সংকলনের মতো কেবল পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত নয়, বরং এটি ত্রিশটি ‘ক্ষণদা’ বা রাত্রি অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। প্রতিটি ক্ষণদায় রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলার নির্দিষ্ট অংশ বর্ণিত হয়েছে। এটি মূলত একজন সাধকের রাত্রিবেলার ভজন বা আস্বাদনের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল। নরহরি চক্রবর্তীর ‘গীতচন্দ্রোদয়’ গ্রন্থ ‘পূর্বরাগ’ পর্যায়ের পদের আকর। ‘পদামৃতসমুদ্র’ দার্শনিক বিতর্ক ও শাস্ত্রীয় দৃঢ়তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ‘পদামৃতসমুদ্র’ সংকলনটি মূলত পরকীয়া প্রেমের দার্শনিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যেই রচিত হয়েছিল। প্রথমত এই গ্রন্থের পদগুলো কীর্তনের মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ‘পদকল্পতরু’ বৈষ্ণব সাহিত্যের রস-মহীরুহ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত বৈষ্ণব পদসংকলনগ্রন্থের মূল আকর হিসেবে কাজ করে। পাঠক ও গবেষকদের এক অদ্বিতীয় বৈষ্ণব পদাবলীর খনি। পদকল্পতরু গ্রন্থটি ৪টি শাখা এবং মোট ৩০টি পল্লবে বিভক্ত। এতে প্রায় ১৫০ জন কবির ৩১০১টি পদ সংকলিত হয়েছে। এর বিন্যাস পদ্ধতিটি মূলত রূপ গোস্বামীর ‘উজ্জ্বলনীলমণি’র রসতত্ত্বকে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি সংকলনের সংকলকের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে প্রত্যেকেই তাঁদের সংকলন গ্রন্থে মুসলমান পদকর্তাদের পদ স্থান দিয়ে ধর্মীয় ঔদার্যের পরিচয় বহন করে। তাঁরা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদান ও গোবিন্দ

দাস প্রমুখ প্রধান প্রধান পদকর্তাদের পদসংগ্রহের পাশাপাশি অপরিচিত স্বল্প বিখ্যাত পদকর্তাদের (আত্মারাম দাস, মাধবী, কৃষ্ণ প্রসাদ, হরিদাস গদাধর দাস প্রমুখ) পদ সংগ্রহ করেছেন।

আবার একই পদের রচয়িতা বা ভণিতা লক্ষ্য করা যায় ভিন্ন ভিন্ন সংকলনে, যেমন – “আরে মোর নিতাই সে নায়র”[১] – এই পদটির আলাদা আলাদা ভণিতা লক্ষ্য করা যায় - ক্ষণদাগীতচিন্তামণি গ্রন্থে দ্বিজ গঙ্গারাম দাসের ভণিতায় রচিত, পদসংখ্যা-১/২ এবং এই একই পদ পদকল্পতরু গ্রন্থের ২২৯৪ পদসংখ্যাটি আত্মারাম দাসের ভণিতায় রচিত।

“নিতি নিতি আসি যাই”[২] - এই পদটি ক্ষণদায় (৬/৩) জ্ঞানদাস ভণিতা এবং গীতকল্পতরু (১৪৭)-তে যদুর ভণিতায় স্থান পেয়েছে। কেবল ভণিতা ভিন্নতা নয়, বরং রাগ-রাগিনীর ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যথা -

“আজু রসে বাদর নিশি”[৩] - ক্ষণদায় ১৪/৮ সংখ্যক পদটি ‘শ্রী’ রাগে রচিত এবং পদকল্পতরুর ১২৯৭ সংখ্যক এই একই পদটি সুহই রাগ-এ রচিত।

“শ্যামর গৌর বরণ এক দেহ”[৪] - এই পদটি ক্ষণদায় (৯/১) বালা রাগে রচিত, তবে তরুতে (২১৮৯) সংখ্যক পদটি ধানশী রাগে রচিত।

বৈষ্ণব পদসংকলনের তুলনামূলক আলোচনার একটি প্রধান ও অন্যতম বিষয় হল পদের পাঠান্তর। একটি উদাহরণ হিসেবে দেখানো হল।

ক্ষণদা (১/৫-বালা) ও পদামৃতসমুদ্রের (৯১-বাঙ্গাল) মধ্যে একটি পাঠান্তর দেখানো হল –

ক্ষণদার পাঠ –

“শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দোঁহু[১] দল-বলে ধনী[২] দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
'কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথার[৩]।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘার[৪]॥
থির৫ নয়ন অথির কছু ভেলা[৬]।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেলা[৭]।
শশিমুখী ছোড়ল শৈশব-দেহে।
থত দেই তেজল ত্রিবলি তিন রেহে॥
অব যৌবন ভেল বঙ্কিম দিঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ[৮]।।
চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল ভাণ[৯]।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান[১০]।
বালা-অঙ্গে লাগল পাঁচ-বাণ[১১]।।”[৫]

পাঠান্তর (পদামৃতসমুদ্রের) –

১. দুহু, ২. ধনি, ৩. উঘারি, ৪. বিঘারি, ৫. থীর, ৬. ভেল, ৭. দেল, ৮. শশিমুখী ছোড়ল শৈশব-দেহে।

এই পদের প্রধান তাৎপর্য হল রূপান্তর। বিদ্যাপতি কোনো স্থূল বর্ণনা না দিয়ে অত্যন্ত নান্দনিকভাবে একটি মেয়ের নারী হয়ে ওঠার সন্ধিক্ষণকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে শৈশব হল সরলতা আর যৌবন হল রহস্য ও চপলতা। এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা রাধা এক অনন্য সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, যা বৈষ্ণব পদাবলীতে ‘বয়ঃসন্ধি’র শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপসংহার : বৈষ্ণব পদসংকলনের এই তুলনামূলক ও বিস্তারিত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ‘ক্ষণদাগীতচিন্তামণি’, ‘পদামৃতসমুদ্র’ এবং ‘পদকল্পতরু’ — এই তিনটি গ্রন্থ বৈষ্ণব সাহিত্যের ত্রিবেনী সঙ্গম। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যেখানে ভজন ও আস্বাদনের শৈল্পিক পথ দেখিয়েছেন, রাধামোহন ঠাকুর সেখানে দর্শন ও শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে এই সাহিত্যকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছেন। আবার বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেন তাঁর অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার মাধ্যমে পদাবলীকে একটি বিশ্বকোষীয় রূপ দিয়েছেন।

এই সংকলনগুলো না থাকলে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের হাজার হাজার পদ হয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে যেত। সংকলকগণ কেবল পদ রক্ষা করেননি, বরং তাঁরা মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের আদর্শকে সাহিত্যের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ‘ভক্তিরত্নাকর’ বা ‘গীতচন্দ্রোদয়’ গ্রন্থে সংগীত ও ইতিহাসের যে মিলন ঘটেছে, তা আজও বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। পরিশেষে বলা যায়, বৈষ্ণব পদসংকলনগুলো বাঙালির মেধা, মনন এবং আধ্যাত্মিক উত্তরণের এক জীবন্ত মহাকাব্য, যা যুগ যুগ ধরে রসপিপাসু পাঠকদের হৃদয়ে অনন্ত আনন্দ ও প্রেরণা জুগিয়ে যাবে। বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের গবেষকদের জন্য এই বিশাল ভাণ্ডার থেকে আরও নতুন রস ও তত্ত্ব উদ্ধার করার সুযোগ আজও অবারিত।

Reference:

১. কাবাসী রাধানাথ, ‘শ্রীশ্রী ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি’, শ্রীশ্রী মদনমোহন মন্দির, ৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ধান্যকুড়িয়া, পৃ. ৩
২. কাবাসী রাধানাথ, 'শ্রীশ্রী ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি’, শ্রীশ্রী মদনমোহন মন্দির, ৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ধান্যকুড়িয়া, পৃ. ৪৪
৩. রায় সতীশচন্দ্র (সম্পাদিত), ‘শ্রীশ্রীপদকল্পতরু’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৭০০০০৬, ১৩৩৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২৬
৪. রায় সতীশচন্দ্র (সম্পাদিত), ‘শ্রীশ্রীপদকল্পতরু’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৭০০০০৬, ১৩৩৪, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৩
৫. কাবাসী রাধানাথ, ‘শ্রীশ্রী ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি’, শ্রীশ্রী মদনমোহন মন্দির, ৪৩৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ধান্যকুড়িয়া, পৃ. ৫